প্রবাসে সাহিত্য চর্চা ও দেশপ্রেম

ফিরোজ খান

প্রবাসে সাহিত্য চর্চা বিষয়টি দেশে অবস্থানরত কবি-সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের কাছে বিস্ময়-বোধক! ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও উপলব্দি করেছি। আলোচনার আসরে প্রসংগটি তুলে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দেখা গেছে, প্রায় সিংহভাগ কবি-সাহিত্যিকদের ধারণা বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে মানুষ যায় রেজেকের ধান্দায় এবং শতকরা ৯০জনই স্বল্প শিক্ষিত তথা অক্ষরজ্ঞানহীন। তারা আবার সাহিত্য চর্চা করবে- ভাবা যায় না। এমন করে ভাবাটাই স্বাভাবিক- তাদের দোষ দেই না। কিন্তু প্রবাসের শত প্রতিকূলতা সত্বেয় কিছু মানুষ ঐ কর্মটি করে যাচ্ছে নিরলসভাবে এবং অতি উৎসাহের সাথে। এই সত্যটুকু যে নিখাদ তা এখন দেশের অনেক সাহিত্যানুরাগীই জানেন। এটাই আশার কথা। আমি নিজের একটি অনুভূতির কথা সুজনদের মাঝে দু'একবার বলে এসেছি তাহলো- যারা সৃষ্টি করে তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যের সমৃদ্ধি কতটুকু হলো তা বিবেচ্য না হয়ে, প্রথমে এই সৃষ্টির প্রতি আগ্রহকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। কথাটি আমার স্বত:প্রণোদিত। গুণীজনেরা মানবেন কিনা জানি না।

আমি অত্যন্ত উৎফুল্লের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, ইতিমধ্যে অনেক সুধীজন রিয়াদ তথা সৌদি আরবের বাঙলী প্রবাসীদের বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে বেশ কিছু তথ্য ও তত্ত্বমুলক রচনা উপহার দিয়েছেন স্থানীয় কিছু বাংলা প্রকাশনায়। তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আমি তাদের সাধুবাদ দেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই প্রবন্ধে অসম্পূর্ণ এবং অসামঞ্জতা ঠাঁই করে নিয়েছে সেটাই লক্ষণীয়। এটা হয়তো তাদের ইচ্ছাকৃত নয়। তবে অজ্ঞতা বলতে হয় এবং সেই সব লেখা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। সেই সব লেখাগুলোর আলোকে যখনই কিছু লিখবো বলে বহুদিন থেকে ভাবছি এবং কলম কাগজ নিয়ে বসেছি, তখন নিদারুণ আলস্য ও অর্বাচিন সংকোচ আমাকে ঘিরে ধরেছে। সত্য কথাটি সত্য করে লিখাটি যে কত কঠিন তা বলা বাহুল্য। কারণ তাতে কেউ কেউ নাখোশ হবে এরূপ একটা চিন্তা কলমের সামনে দেয়ালের মত এসে দাঁড়ায় আর তখনই লেখার পাট চুকিয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে স্মৃতি রোমন্থনের মত জাবর কাটা ছাড়া পথ পাইনে। কিন্তু মগজের মধ্যে যে স্মৃতি শক্তির নিউরোন আছে তা মাঝে মধ্যে কিলবিল করে উঠে। তাই এই প্রয়াস।

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে রিয়াদে এসে অক্টোবরের শেষের দিকে আসন্ন বিজয় দিবসকে সামনে রেখে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিলো। তারই একটি সভায় উপস্থিত হয়ে যাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিলো তাদের কয়েকজনের নাম দিয়েই আমার এ লেখাটির শুরু করছি। স্থপতি রাশেদুল হাসান, স্থপতি মইনুল ইসলাম, আমিনুর রহমান, শামছুর রহমান, আনিসুর রহমান, ডঃ আবদুল আজিজ, ডঃ ওমর ফারুক, মোঃ আলাউদ্দিন, ডঃ মনজুরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মাযহারুল ইসলাম, প্রয়াত ডঃ শামীম, গিয়াসপুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রকৌশলী হামিদ উদ্দিন, সাব্বির হোসেন, ইউসুফ এবং আরো অনেকে। এদের অনেকেই এখন আর রিয়াদে নেই। কেউ ইউরোপে এবং আমেরিকায় চলে গেছেন। সেই বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট লেখা এবং উপস্থাপনার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় এবং একটি ইস্যুভিত্তিক সোভ্যিনির Ô*চেতনা*Õ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যার সম্পাদক ছিলেন প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেন এবং সহ-সম্পাদক হিসেবে আমি নিজে।

তখন বাংলা কোন প্রকাশনা মানেই হাতে লিখে অফসেটে প্রিন্ট করে কিম্বা ফটোকপি করে তবেই তা প্রকাশিত হতো। *চেতনা* র পরবর্তী সংখ্যাটি আমি নিজে সম্পাদনা করি। আমাকে সহযোগীতা করনে মোস্তফা গিয়াসপুরী। এখানে এই প্রকাশনার ব্যাপারটি যে কত দুরুহ ছিল, তা একটু না বললেই নয়। আশির দশকের প্রথম দিকে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ মুলত: ফরমায়েশি ছিল, কথাটা উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, ফোন করে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে যেয়ে অনুরোধ করে এসব লেখাতে হতো। আঁকিয়ের অভাব ছিলো প্রকট, যার জন্যে পত্রিকার প্রচ্ছদ আঁকা দুরুহ তথা ইলাস্ট্রেশন করা সম্ভব হতো না। এমনও হয়েছে প্রেসে যেয়ে দেখা যেত তিন চার পাতা খালি যাচ্ছে। তখনই প্রেসের নিচে গ্যারেজের ফ্লোরে কাগজ পেতে বসে কবিতা লিখে তৎক্ষনাৎ ছাপাতে দিয়েছি। ইলাস্ট্রেশন অনেক ক্ষেত্রে টিসু পেপারে আঁকা আঙ্গুরের ঝোপ ও লতাপাতা কেটে পেস্ট করে দিয়েছি। এসব শুনলে হাস্যপ্রদ মনে হবে তবে এ কথা নিখাত সত্য। এরকম প্রতিকূল অবস্থায় সাহিত্যকর্ম চালানো যে কত অসীম ধৈর্যের ব্যাপার তা বলা বাহুল্য।

প্রথম কথা লেখা সংগ্রহ প্রবন্ধ কিছু পাওয়া যেত কিন্তু গল্প ও কবিতা পাওযা বেশ কঠিন হতো। যা ও পাওয়া যেত তার ৯০ ভাগই প্রকাশের অযোগ্য। ফলে বহু কবিতা নিজে লিখে অন্যের নামে ছাপিয়েছি। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভাল হাতের লেখার লোক পাওয়া। যা ও কালেভদ্রে দু'একজন পাওয়া যেত তাদের দিয়ে লিখানো যে কত বিড়ম্বনার ছিল তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। এত সব সমস্যার মধ্যেও যারা আমাদের ম্যাগজিন গুলো হাতে লিখে দিয়ে সাহায্য করেছেন- তাদের মধ্যে জনাব আ-ক-ম শামসুদ্দিন (বর্তমানে অগ্রনী ব্যাংক, বাংলাদেশে কর্মরত) অন্যতম। এ ছাড়াও রয়েছেন জনাব মোবারক আলী এবং অন্যান্য দু'একজন। আমি নিজেও দু'একটি সংখ্যা হাতে লিখে বের করেছি। সে সময়ে বাংলা কম্পিউটারতো দুরের কথা বাংলা টাইপ রাইটার ছিল সর্বসাকুল্যে একটি। তা ছিল বাংলাদেশ দুতাবাস স্কুল, রিয়াদে। সে যা ই হোক *চেতনা* র এর পরের সংখ্যাটির নাম দেয়া হয়েছিল *স্ফুলিঙ্গ* তারপরের সংখ্যা *উন্মেস* এবং পরে *বিকাশ*। এ ক'টি সংখ্যাই আমি ও গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী দু'জনে মিলে করেছি। সে সময়ে জাতীয় দিবস ছাড়াও ঘরোয়া পরিবেশে গান, কবিতাবৃত্তির অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। বাইরে বড় ধরনের কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিলোনা।

১৯৮৭ সালে ডক্টর মনজুরুল ইসলামের নেতৃত্বে ঢাকা ইউনিভারসিটি এলমনাই এসোসিয়েশন সংগঠিত হয় এবং বেশ কিছু অনুষ্ঠান হয়। তাতে

সোভিনিরও প্রকাশিত হয়। যা ডঃ মনজুরের তত্ত্বাবধানে আমি হাতে লিখে প্রকাশ করি। সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে সর্বপ্রথম স্বাতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় *বিবর্তন* যার সম্পাদক ছিলাম আমি নিজে। ডক্টর শাহরিয়ার হুদা ছিলেন সার্বিক তত্ত্বাবধানে। বিবর্তন সাহিত্য গোষ্ঠীতে সে সময়ে দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকল শিক্ষিত সাহিত্যপ্রেমীরা জড়িত ছিলেন। ঠিক সে সময়েই অন্য যে সাহিত্য পত্রটি সর্ব প্রথম আমার মন কেড়েছিল তাহলো- Ô*মরুপলাশ'*। যার সম্পাদক বিশিষ্ট ছড়াকার নিরলস সাহিত্যকর্মী দেওয়ান আবদুল বাসেত। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে মরুপলাশ সাহিত্য আসর নামে একটি সাহিত্য সংগঠনের জন্ম দেন ছড়াকার নিজে। কিন্তু এর কার্যক্রম ঘরোয়া সাহিত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ ছিলো ১৯৮৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত। জুলাই মাসে এসে *মরুপলাশ* নামে একটি সাহিত্য মাসিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে তৎকালীন সউদী আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত জনাব হেদায়েত আহমেদ এর শুভেচ্ছা বাণী নিয়ে।

সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় দেওয়ান বাসেত *মরুপলাশ* কে বাঁচিয়ে রেখেছেন আজও। সাহিত্য পত্রিকাটির বয়স বর্তমানে ১৬ বছর চলছে। *মরুপলাশ* এখন পরিপুষ্ট যৌবনবতী বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। *মরুপলাশ* ইতোমধ্যে এই মরুভুমিতে প্রচুর সাহিত্যরস সিঞ্চন করে বাঙলা সাহিত্যপ্রেমীদের উজ্জীবিত করেছে তা অনবদ্য। তবে সবচে' লক্ষণীয় যে, মরুপলাশ ই একমাত্র সাহিত্যপত্র যার নাম না পাল্টিয়ে একই নামে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় টিকে আছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে। এর তুলনা বিরল। আমার জানা মতে মধ্যপ্রাচ্যে অন্যান্য বাঙলা প্রকাশনার মধ্যে *মরুপলাশ* ই সর্বপ্রথম এবং একমাত্র সাহিত্যপত্রিকা যা ২০০২ সাল থেকে ইন্টানেট এডিশনে রয়েছে। যার প্রতিটি সংখ্যাই ইন টানেটে চলে যাচ্ছে তাদের নিজস্ব ওয়েভসাইটে। এজন্য মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী বাঙালি কবি সাহিত্যিকদের তিনি নমস্য। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের বাঙলা সাহিত্য চর্চাকে "প্রবাসে সাহিত্য চর্চা" নামে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে যিনি ওয়েভসাইটটি খুলেছেন তিনি হয়তো ছদ্ম নামে নিজকে প্রকাশ করছেন। তার নাম শিপন। তার অক্লান্ত শ্রম এবং মেধা একদিন মুল্যায়িত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি এই ওয়েভসাইটটি খুলে সাড়ে তিন মিলিয়নেরও বেশী প্রবাসী বাংলাদেশী ও বাঙালিদের ঋণী করেছেন। সবারই তিনি ভালোবাসা পাচেছন। মরুপলাশের তিন জন উপদেষ্টা রয়েছেন (ক) অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ (খ) ডক্টর এ-কে আবদুল মোমেন (গ) ফিরোজ খান।

এর পরে প্রভা সাহিত্য পরিষদের সাহিত্যপত্র *প্রভা* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে। যা সম্পাদিত হত একটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক। তারা হলেন শফিকুর রহমান লাবলু, জাহিদুল হক জাহিদ, এম, এ, সামাদ, মোখলেছুর রহমান মানিক, আমান উল্লাহ্ শাহীন। পরে এ সাহিত্যপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন কবি, গল্পকার ও প্রখ্যাত অঙ্কন শিল্পী দেওয়ান মামুন। দেওয়ান মামুনের সম্পাদনায় এবং ওনার করা প্রচ্ছদে ও অলংকরণে প্রভা উজ্জল থেকে উজ্জলতর হয়েছিলো। পরে প্রভার একটি অংশ ত্রৈমাসিক *প্রভা* নামে প্রকাশিত হয়। যার সম্পাদক ছিলেন আমানউল্ল াহ শাহীন ও প্রধান সম্পাদক জনাব মেজবাহ উদ্দিন জওহের।

সেই ধারাবাহিকতায় ত্রৈমাসিক প্রভার নাম পাল্টিয়ে রূপান্তরিত হয় *অন্যধারা* নামে। যার প্রধান সম্পাদক বিশিষ্ট গল্পকার, প্রবান্ধিক এবং রিয়াদে একমাত্র জনপ্রিয় রম্যলেখক মেজবাহ উদ্দিন জওহের। সম্পাদক কলমযোদ্ধা আমানউল্লাহ্ শাহীন। *অন্যধারা* সত্যিই এখানকার বাঙলা সাহিত্য জগতে একটি ব্যতিক্রম মাত্রা যোগ করেছে। *অন্যধারা* র পর যে সাহিত্যপত্রিকাটির নাম আসে-অবশ্য এখানে আমি সাহিত্যমানের দিক থেকে কে প্রথম কে শ্রেষ্ট তা বুঝাতে চাইনি, আমি সময়ের ধারাবাহিকতায় কোন পত্রিকা আগে কোন পত্রিকা পরে তা-ই তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সে যা-ই হোক অন্যধারার পর আসে *রাইটার্স* এর নাম। বাংলা রাইটার্স ফোরামের উদ্যোগে এটি সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বেশ বড়সরো আকারেই প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হতো। কিন্তু গত দেড়-দু'বছর ধরে পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হচ্ছেনা। রাইটার্স সাহিত্যমানের দিকটি ভালো ছিলো। যার প্রধান সম্পাদক কবি ফরিদ মন্ডল নির্বাহী সম্পাদক কবি শাহজাহান চঞ্চল।

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল জেদ্দা থেকে অনেকদিন থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছে *রণাঙ্গন-৭১*। যার প্রধান সম্পাদক কবি ও প্রাবন্ধিক হাবিবুর রহমান এবং সম্পাদক কবি আবদুর রাজ্জাক। এ লেখকদ্বয়ের সম্পাদনায় অন্য দু'টি সংকলনও প্রকাশিত হচ্ছে *অনির্বাণ ও বহুমাত্রিক* নামে। জেদ্দা থেকে আরো দুটি সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয় *সম্প্রীতি* এবং *সুমনা নামে*। সম্প্রীতির উপদেষ্টা সম্পাদক নজমুল চৌধুরী সম্পাদক গুলশান চৌধুরী। এরা দু'জনেই স্বামী-স্ত্রী। সম্প্রীতি ৫/৬ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে। গত দু'তিন বছর ধরে সম্প্রীতির প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে। এরা দু'জনেই জেদ্দার বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। *সুমনা* র সম্পাদক সম্পা মাহমুদ নির্বাহী সম্পাদক কবি মাহমুদুল হক সৈয়দ। এরাও দুজনেই স্বামী-স্ত্রী। *সুমনা* সম্ভবত: ১৯৯৯ সাল থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকাটির ইংরেজী বিভাগও ছিলো। বেশ সুন্দর এর গাঁথুনী এবং সাহিত্যমান। তবে এখন আর সম্ভব্ত: তা প্রকাশিত হচ্ছেনা।

রিয়াদ, দাম্মাম, জেদ্দা, তায়েফ থেকে প্রচুর ইস্যুভিত্তিক পত্রিকা ছাপা হয়েছে বা হচ্ছে। তার অধিকাংশই দলীয় মুখপত্র এবং দু'একটা বিশেষ জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত। তবে কোনটিকেই নিয়মিত টিকিয়ে রাখা যায়নি। সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে *মরুপলাশ* অদ্যাবধি নিয়মিত টিকে আছে। তবে সৌদি আরবে বাংলা সাহিত্য বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ঐসব পত্রিকাগুলোর সাহসী ভূমিকা পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্য প্রেমিকদের উদ্বুদ্ধ করেছে ও করবে এবং অগ্রজের ভূমিকায় তাদের নাম থাকবে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতর। এর মধ্যে সর্ব প্রথম যে পত্রিকাটি রয়েছে তার নাম *চেতনা* যার সম্পাদক ছিলেন প্রকৌঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আমি নিজে। এর পরবর্তী সংখ্যাগুলো কিন্তু একই নামে প্রকাশিত হয়নি। হয়েছে বিভিন্ন নামে। যেমন- স্ফুলিঙ্গ, উন্মেষ, বিকাশ এসব পত্রিকা গুলো সবই আশির দশকে রিয়াদে বাংলা প্রকাশনা। এ সময়ের সহযাত্রী *মরুপলাশ* যা ১৯৮৭র জুন থেকে আজও একই নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

নব্বুইয়ের দশকে এসে প্রকাশিত বাংলা প্রকাশনা *ধানশীষ* (চারটি সংখ্যা) *উদয়ের পথে, বিকাশ, ডাক দিয়ে যাই, অবকাশ, প্রভাত, বজ্রকন্ঠ, ঢাকা আমার ঢাকা, সুরমা। কবিতাপত্র দুটি- স্বাধীনতার কবিতা, বঙ্গাব্দ-১৪০৭, নজরুল জন্ম শত বার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা, জালালাবাদ স্মরণীকা-২০০১, প্রতিবিম্ব, পদ্মফুল, প্রতিভা* ইত্যাদি। জেদ্দা থেকে প্রকাশিত *বহুমাত্রিক, অনির্বাণ, রণাঙ্গন-৭১, সম্প্রীতি, সুমনা।*

৯০ এর দশকে বাংলা রাইটার্স ফোরামের পাশাপাশি জন্ম নেয় বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের কর্মকর্তারাই প্রথমে বাংলা রাইটার্সের সৃষ্টির অগ্রজ ছিলেন। পরে একটি সভায় প্রায় সকল নির্বাহী সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বাংলা রাইটার্সের বিলুপ্তি ঘোষনা করা হয়। তবে ঐ সকল সব্যসাচী লেখকরা দু'টি শিবিরে অর্থাৎ বাংলা ও বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামে অবস্থান নিয়ে প্রবাসে বাংলা সাহিত্যকে শ্রম ও সেবা দিয়ে ঋণী করেছেন ও করছেন। সাহিত্য সাময়িকী হিসাবে বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের সাহিত্য পত্রিকাটির নাম *মোহনা*। *মোহনা* ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। যার প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রিয়াদে বাংলা বিনোদনের সম্পাদক জনাব

অহিদুল ইসলাম। (উল্লেখ্য তিনি সম্পাদক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম মুখপত্র মোহনা র মাধ্যমে।) দ্বিতীয় সংখ্যা মোহনা র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন রিয়াদ প্রবাসী কবি আবুল বাশার। ঐ প্রতিটি সংখ্যার প্রধান সম্পাদক হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেন ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত। যার পরিচয় বার বার টেনে তাকে খাটো করতে চাইনা। *মোহনা* একটি সাবলীল সাহিত্য রসে ভরপুর পত্রিকা, যা স্রোতস্বিনীর মত সাহিত্য সুধা সিঞ্চন করে প্রবাসে বাংলা সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বাংলাদেশ তথা প্রবাসী কবি সাহিত্যিকদের লেখায় টইটুম্বুর *মোহনা* র বুক। এর উপদেষ্টা মন্ডলীতে রয়েছেন ডক্টর এ-কে আবদুল মোমেন, ডক্টর মনজুরুল ইসলাম, ডক্টর নুরুল ইসলাম, ফিরোজ খান, মেজবাহ্ উদ্দিন জওহের ও ডাঃ নিয়াজ মোহাম্মদ খান।

এরপরে ২০০১ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাটির নাম *রুপসী চাঁদপুর* পদ্মা-মেঘনা ও ডাকাতিয়ার মিলন মোহনায় চকচকে রুপালী ইলিশের উজ্জ্বল্য নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী চাঁদপুর জেলাবাসীদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত। *রুপসী চাঁদপুর* রিয়াদে বাংলা সাহিত্যে নব জোয়ারের সৃষ্টি করেছে। পত্রিকাটি যার মেধা শ্রমে জন্ম নিয়েছে তিনিই ইহার সম্পাদক, ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত। *রুপসী চাঁদপুর* এর তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে আপাতত: ইহার প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে।

৯০এর দশকের শেষ দিক থেকে আজ অবধি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর এ-কে আবদুল মোমেন অত্যন্ত মুল্যবান প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। যার প্রবন্ধে তথ্য ও তত্ত্বের বিপুল সমাহার বর্তমান। উনি কিছু কবিতাও রচনা করেছেন। যার কয়েকটি *মরুপলাশ* সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তার কিছু কবিতা দেওয়ান আবদুল বাসেত সম্পাদিত যৌথকাব্যগ্রন্থ *দেয়াল বিহীন কারাগার এর প্রেম* এ প্রকাশিত হয়েছে। যা বর্তমানে ইন্টারনেট এডিশনে রয়েছে। ওনার একখানি গ্রন্থ *বাংলাদেশ উন্নয়নে প্রতিবন্ধক-আমলাতন্ত্র।* অমর একুশ ২০০৩ এ মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থখানিও বর্তমানে ইন্টারনেটে রয়েছে। ডক্টর মোমেন দলমত নির্বিশেষে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন উদার চিত্তে।

রম্যরচনা, গল্প ও প্রবন্ধের একজন নিপুণ শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন জওহের এর নাম নব্বুই দশকের শেষপ্রান্তের সকল সাহিত্যরসিকদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। তার পাকা হাতের রচনা সাহিত্যরস ও মুন্সিয়ানা সবার মনকাড়ে। ওনার একটি গল্পগ্রন্থ Ôকাশফুল' বর্তমানে ওয়েভসাইটে রয়েছে। আমার নিজেরও দু'টি গ্রন্থ বর্তমানে ওয়েভসাইটে রয়েছে একটি কাব্যগ্রন্থ *আলোর যুবতী* অন্যটি উপন্যাস *ফেরারী সময়*।

যিনি নিরবে নিভৃতে বাংলা ভাষা সাহিত্যের জন্যে সীমাহীন মেধা-শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন সুদীর্ঘ সময় । তিনি বিশিষ্ট ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত। যিনি তার সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমীর নথীভুক্ত সাহিত্যিকদের খাতায় নাম সামিল করতে সমর্থ হয়েছেন। একাডেমী প্রকাশিত *বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান* এ সম্ভবত: মধ্যপ্রাচ্যের বাঙালি লেখকদের মাঝে ওনিই প্রথম বাংলা একাডেমী নথীভুক্ত লেখক।

মধ্যপ্রাচ্যের বাংলা প্রকাশনা বিশেষ করে মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স এর সাহিত্যপত্র *মরুপলাশ* সহ বিভিন্ন প্রকাশনাগুলো যিনি সময়-অর্থ-মেধা ব্যয় করে এবং সীমাহীন শ্রম দিয়ে ওয়েভসাইটে তুলে ধরেছেন। যিনি ঋণী করেছেন সাড়ে তিন মিলিয়ন প্রবাসী বাঙালি পাঠকদের তিনি জনাব শিপন। আমার সঙ্গে তার ব্যক্তিগতভাবে কোন পরিচয় নেই এবং এও জানিনা তিনি কোন দেশে আছেন। তবুও বাংলা সাহিত্য প্রচারে-বিকাশে তার এ উদারতার জন্যে আমরা অবশ্যই ঋণী। আমার বিশ্বাস জাতিও একদিন তাকে সম্মানিত করবে, স্মরণ করবে। পাঠকদের সুবিধার জন্যে তার ওয়েভ সাইটের ঠিকানাটি এখানে দেয়া হলো.... http://www.geocities.com/newshipon

উপসংহারে বলতে হয় রিয়াদ, জেদ্দা, দাম্মাম, তায়েফ সহ বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত এসব সাহিত্যকর্ম প্রবাসী বাঙালিদের মনে সাহিত্যসুধা বিলিয়ে তথা দেশপ্রেমকে জাগ্রত রাখার এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে। এই যান্ত্রিকতামুখী সমাজের আবেগহীন রূঢ় পরিবেশে শতবাঁধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে রুটি-রুজির পাশাপাশি সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যাওয়া একটি দুরুহ ব্যাপার। তবুও এসবকে অতিক্রম করে যারা এ কাজটি করেন তারা মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা কুড়াবে এরূপ ভাবাটা বোধকরি অত্যুক্তি হবে না। আবারও আমার অনুভূতির কথাটা স্মরণ করতে চাই- যারা সৃষ্টি করে তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যের সমৃদ্ধি কতটুকু হলো তা বিবেচ্য না হয়ে, প্রথমে এই সৃষ্টির প্রতি আগ্রহকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। আমিও ঐ সব সাহিত্য প্রেমিকদের আমার শ্রদ্ধা জানাই, তারা লেখার মাধ্যমে সব্যসাচি হোক ঋত্বিক হোক এই কামনা করছি। আমি শুধু কবি গুরুর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়ে বলতে চাই-

রাতের বাসা হয়নি বাঁধা
দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে
পাইনি আমি ছুটি।

E:mail: ferojkhan2000@yahoo.com